প্রতীক্ষা
প্রবীণ পিকচার্সএর নিবেদন
20-5-55

মনীন্দ্র চৌধুরীর প্রযোজনায়
প্রদীপ পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

প্রতীক্ষা

পরিচালনা—ভাস্কর আচার্য্য

কাহিনী সংলাপ ও চিত্রনাট্য—নীহার রঞ্জন ঘোষাল

সংগীত রচনা ও পরিচালনা—গিরীন চক্রবর্ত্তী

চিত্র শিল্পী—জ্ঞান সেন। সম্পাদনা—দুলাল দত্ত।

শব্দ-যন্ত্রী—নৃপেন পাল ও লোকেন বসু। ব্যবস্থাপনা—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

তত্ত্বাবধায়ক—অমলকুমার বসু।

সহকারীগণ : পরিচালনায়—বিজন চক্রবর্ত্তী, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পে—উমেদী গুপ্ত, পরিমল দত্ত ও রামপ্রসাদ

সম্পাদনায়—তপেশ্বর প্রসাদ

ব্যবস্থাপনায়—ক্ষিতীশ নাগ, সুধেন্দু বসু.

নীতিপূর্ণ বড়ুয়া, গৌরীশ ধর

আবহ-সঙ্গীত : **ন্যাশনাল অরকেষ্ট্রা** : : পরিচালনা—**মণি চ্যাটার্জি**

রসায়ণাগার—**বেঙ্গল ফিল্ম্ ল্যাবরেটরীজ লিঃ**

স্থির চিত্র—**কর ষ্টুডিয়ো**

—যাঁরা অভিনয় করেছেন—

অহীন্দ্র চৌধুরী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস,
শিপ্রা দেবী, অর্পণা দেবী, রেবা বোস, রাজলক্ষ্মী, উমা
গোয়েংকা, পদ্মাবতী, শৈলেন পাল, নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
মণি চক্রবর্ত্তী, তারা ভট্টাচার্য্য, বিজয় বসু,
হেমন্ত, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ নাগ।

পরিবেশক : ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

প্রতীক্ষা

উপেনবাবু—কুসুমপুর গ্রামের সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ জমিদার এমনিতে মাটির মানুষ, প্রজাবৎসল, স্নেহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং শান্তিপ্রিয় অথচ গড়মণ্ডল তালুকের প্রসঙ্গ মাত্রেই তিনি ক্রোধে দিশেহারা হ'য়ে পড়েন।

আর এক বিচিত্র মানুষ এই গ্রামেরই সম্প্রতি ভাগ্যফেরানো ধনী ভুবনবাবু—মিলের মালিক, হাল ফ্যাসানের কেতাদুরস্ত, প্রবল প্রতাপান্বিত। মাটিকে যারা মা বলে কল্পনা করে, তাঁর মতে, তারা আজকের দুনিয়ায় অচল। এই কুসুমপুরের মাটিতেই তিনি চিনির কল বসাতে চান। গড়মণ্ডল তালুকের নাম উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে ভুবনবাবুকেও। অর্থের জোরের কাছে সংসারের কোথাও কিছু অলভ্য থাকতে পারে না তাঁর কাছে।

গড়মণ্ডলকে কেন্দ্র করে ব্যাপার অনেক দূর গড়ায়। দুজনের মধ্যে জমে ওঠে সংঘর্ষ। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী আভিজাত্যের পাশে এসে দাঁড়ায় বিক্রমশালী পুরুষের জিদ—গড়মণ্ডলকে উপেনবাবু কোনোক্রমেই হাতছাড়া হতে দিতে পারেন না। হাইকোর্টে মামলা চলে, তাঁর হার হয়। দেওয়ানজীকে ডেকে বলেন বিলেতের কোর্টে আপিল করতে আর তার ব্যয়বহনের জন্য আকণ্ঠ ঋণে জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে। গড়মণ্ডলকে ঘিরে একি শুধু দম্ভের খেলা, না কোনো রহস্যের মায়াও আছে লুকিয়ে?

একদিকে যখন ভাঙার পালা অন্যদিকে তখন সুরু হয়েছে গড়ার খেলা। উপেনবাবুর একমাত্র মেয়ে মঞ্জু। ন' বছর বয়স থেকে কলকাতায় নিঃসন্তান মাসীমার কাছে থাকে। তখন সে বি এ ক্লাসের ছাত্রী। লেখাপড়া, গান-বাজনা, অভিনয় ও খেলাধূলায় তার সমান আগ্রহ ও কৃতিত্ব। মেসোমশায় আদিনাথবাবু হলেন আবার ভুবনবাবুরই এ্যাটর্ণী। কলকাতায় আসার পর থেকে কেন যে মঞ্জুকে কুসুমপুরে তার মা-বাবার কাছে যেতে দেখা যায়নি এ নিয়ে অনেকেরই বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

অমিত ভুবনবাবুর একমাত্র ছেলে। শৈশব তার কেটেছে দিল্লীতে। লেখাপড়াও শিখেছে সেখানেই। সেখান থেকে এসে কলকাতায় বি এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে। কলেজের সহপাঠিদের মধ্যে ইলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে পরিচয় ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হ'য়ে প্রণয়ে পরিণত হবার পথ খোঁজে। ইলার রঙীন সুখ-কল্পনার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে অমিত। আকস্মিকভাবে এক ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে এক চ্যারিটি শো'তে অমিতের আলাপ হয় মঞ্জুর সঙ্গে— পরিচয় করিয়ে দেয় তার বান্ধবী ইলা। পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে। মানসীরূপে জেগে ওঠে মঞ্জু অমিতের অন্তরে। তারই মধ্যে খুঁজে পায় অমিত সংসার পথে চলবার বহু- ঈপ্সিত সঙ্গীকে। মঞ্জুর মধ্যে জেগে ওঠে প্রথম প্রেমের উচ্ছল আনন্দ।

আকস্মিক এই ব্যবধানের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায় ইলা আর অমিতের মাঝখানে। অমিত চায় মঞ্জুকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে কিন্তু মঞ্জুর দিক থেকে কোথায় একটা যেন বাধা আছে—অমিত বুঝতে পারে না।

বিষয়-কর্ম্মে ভুবনবাবু কলকাতায় তার এটর্ণী মঞ্জুর মেসোমসাই আদিনাথ বাবুর বাড়ীতে হঠাৎ এলে তাদের মেলামেশা তাঁর চোখে পড়ে যায়। সন্ত্রস্ত হ'য়ে তিনি অমিতকে সঙ্গে নিয়ে যান কুসুমপুরে—পরের জাহাজেই তাকে বিলেত পাঠাবেন ব'লে। এ ব্যাপার সূত্রে ঘনায়মান বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা থেকে আদিনাথবাবু ও স্নেহময়ী মাসীমাকে বাঁচাতে মঞ্জুও চ'লে আসে বাবার কাছে— অমিতকে একরকম প্রত্যাখ্যান ক'রেই।

অমিত চ'লে যাবার আগে ইলার সঙ্গে দেখা করে। ইলা তখন মানসিক বিপর্য্যয়ে আচ্ছন্ন, তার সেই উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চলতাকে বন্দী করেছে কঠিন গাম্ভীর্য্যে। অমানুসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সে দুর্জ্জয় কৃচ্ছসাধনে কৃতসঙ্কল্প। মনে করে অমিতকে সব কথা খুলে বলবে। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠে না। না বলার আক্ষেপে ভাবে অমিত বুঝি চিরদিনের মতই চ'লে গেলো।

কুসুমপুরে এসে পর্য্যন্ত মঞ্জুর মনে শান্তি নেই। অমিতকে প্রত্যাখ্যান করাটা ভালো হয়নি—এই চিন্তাই তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু তার বাবা, প্রত্যাখ্যান না করলে তিনিও তো কম আঘাত পেতেন না।

একদিন গ্রামের একটি বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহের ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে যে সংবাদ অমিত জানলো তাতে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সমস্ত এলোমেলো হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে মঞ্জুর কুসুমপুরে আসার কারণ কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। সে ছুটলো মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতেই সে মঞ্জুকে বোঝাতে পারে না বিধবা বিবাহের কোন দোষ নেই, কোন অপরাধ নেই।

মঞ্জু মিনতি করে জানায়, "হাজার শিক্ষা পেয়েও এই সংস্কার থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি না অমিত।" এদিকে যখন মঞ্জু আর অমিতের যুক্তি-তর্ক চলেছে ওদিকে তখন বুঝি এ নাট্যের শেষ অঙ্ক ঘনিয়ে আসছে। অমিতের সঙ্গে বিধবা কন্যা মঞ্জুর অন্তরঙ্গতার দিকে ভুবনবাবু বিদ্রূপ করেই উপেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে নিষ্ঠুর আঘাত সামলে ওঠার আগেই খবর আসে প্রিভি কাউন্সিলের আপীলে তাঁর হার হয়েছে।

হারজিতের এই খেলায় পরাজিত উপেনবাবু ছোটেন গড়মণ্ডলের দিকে। গড়মণ্ডল তিনি ছাড়বেন না, ছাড়তে পারেন না। খবর পেয়ে ভুবনবাবুও ছোটেন পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে গড়মণ্ডলের দখল নিতে।

প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের আগুন ফেটে পড়ে গড়মণ্ডলের আকাশে বাতাসে। এ আগুন পোড়ায় মঞ্জুর দেহ, অমিতের হৃদয়—বুঝি সব কিছুই.....

শুধু সে শ্মশানে সন্ধ্যা-দীপের মতো জেগে থাকে—ইলার আকুল প্রতীক্ষা!

গান

(১)

নতুন ক'রে নতুন সুরে এ কোন্ গীত জাগে গো,
পুরানো এই পৃথিবীরে নতুন নতুন লাগে গো।
বনে বাজে বনে নূপুর মনে নাচে মনের ময়ূর,
ছন্দ তারি গন্ধ ঢালে নতুন অনুরাগে গো।
বুকে আগুন, তবু ফাগুন সাজায় বনের ডালা গো
আপনি দহি' প্রদীপ করে আঁধিয়ারে
আলো গো।
আমার ভুবন উজার ক'রে,
তোমার ভবন দিনু ভ'রে,
শুধু একটু হেসে বন্ধু দাঁড়াও আঁখির আগে গো।

—ইলার গান—

(২)

ভুলকে যদি ফুল ক'রে হায় ডালায় তুলি,
সারা জনম বিঁধবে শুধুই ভুলগুলি।
সুদূর চাঁদে চাহিয়া চকোর,
নিশি জেগে ঝুরে অঘোর চকোর,
আসেনা চাঁদ আশা-পথে পথ ভুলি'—
পাওয়ার চেয়ে চাওয়া ভালো আশায় থাকা গো,
প্রাণ যারে চায়, কাছে এলে ফুরায় ডাকা গো।
তাই কাছে যাই গো, চোখে তাকাই গো—
চোখের দেখা দেখেই পালাই গো।
স্বপন-বনের দোলন-চাঁপার শাখে দুলি,
ভুলকে যদি ফুল ক'রে হায় ডালায় তুলি,
সারা জনম বিঁধবে শুধুই ভুলগুলি।

—মঞ্জুর গান—

(৩)

কাহারে খুঁজিস মিছে, কোথায় পাবি রে সাথী,
তোর তরে শুধু অমা, নয়রে শুক্লা-রাতি।
বালুচরে বাঁধা ঘর,
নিমেষে ভাঙে রে ঝড়,
বিজলি শুধুই আলোর ছলনা,
নয় সে প্রদীপ ভাতি।
কোথায় পাবি রে সাথী।
পিয়াসী মরু কাঁদে যদি,
ফিরে কি গো দয়া করে নদী,
তবু সে যে রয় তারি আশা লয়ে,
চিরদিন হিয়া পাতি।
কোথায় পাবি রে সাথী।

—গিরীণ চক্রবর্ত্তীর গান—

ডি-ল্যুক্সের

যে যে ছবি আসছে :

অগ্রদূত পরিচালিত এম, পি'র

সবার উপরে

শ্রে:- সুচিত্রা, উত্তম, শোভা

কাহিনী :- নিতাই ভট্টাচার্য্য

সুর :- রবীন চট্টোপাধ্যায়

অগ্রগামী পরিচালিত

এস, সি, প্রডাক্সন্সের

সাগরিকা

শ্রে:- সুচিত্রা, উত্তম, যমুনা

কাহিনী :- নিতাই ভট্টাচার্য্য

সুর :- রবীন চট্টোপাধ্যায়

দেবকী বসু পরিচালিত :-

দিলীপ পিকচার্সের

ভালোবাসা

শ্রে:- সুচিত্রা, বিকাশ, বসন্ত

সুর :- রবীন চট্টোপাধ্যায়

আসন্ন মুক্তির

প্রতীক্ষায় :

আই-এন-এ পিকচার্স লিঃর

বীর

হাম্বীর

শ্রেঃ- অহীন্দ্র, মঞ্জু,

পাহাড়ী, নীতীশ, কানু

মিত্রা বিশ্বাস

অরুণ প্রকাশ

পরিচালনা : শ্যাম দাস

সুর :- চিত্ত রায়

রূপ জ্যোতির

দুজনায়

গল্প :- মনোজ বসু

পরিচালনা :- নির্ম্মল দে

সুর :- অনিল বিশ্বাস

শ্রে :-অরুন্ধতী, সবিতা, বসন্ত

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।